



FAIZANE YASEEN SHARIF

# ফরামে রহমিন শরীফ

অর্থ শাবানুল মুয়ায়থমের দোআ সংকলিত



মাদানী চালেল  
দখলে ধাতু



الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ

آمَّا بَعْدُ فَاعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ۖ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ۖ

## ফয়সানে ইয়াসিন শরীফ

অর্ধ শাবানুল মুয়ায্যমের দোআ সম্বলিত

### দর্জন শরীফের ফয়েলত

নবী করীম, রাউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দর্জনে পাক লিখেছে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতাগণ তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে।”

(আল মুজামুল আওসাত লিত তাবরানী, ১ম খন্ড, ৪৯৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৪৩৫)

**صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ ! صَلُّوا عَلَى مُحَمَّدٍ**

### সূরা ইয়াসিন শরীফের ফয়েলত

رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ (১) হ্যরত সায়িদুনা মা'কিল বিন ইয়াসার থেকে বর্ণিত; আল্লাহর নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “সূরা ইয়াসীন কুরআনের হৃদয়,

যে ব্যক্তি এটা আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি ও আখিরাতের মঙ্গলের জন্য তিলাওয়াত করবে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে।”

(মুসলাদে ইমাম আহমদ ইবনে হাস্বল, ৭ম খন্ড, ২৮৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২০৩২২)

**১২** হযরত সায়িদুনা আনাস রَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; রাসূলে করীম, রউফুর রহীম, হ্যুর পুরনূর صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “নিঃসন্দেহে প্রত্যেক বন্ধুর একটি হৃদয় রয়েছে, আর কুরআনে পাকের হৃদয় হচ্ছে সূরা ইয়াসীন। আর যে ব্যক্তি একবার সূরা ইয়াসীন পাঠ করবে, তার জন্য দশবার কুরআনে পাক পাঠ করার সাওয়াব লিপিবদ্ধ করা হবে।”

(সুনানে তিরমিয়ী, ৪র্থ খন্ড, ৪০৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২৮৯৬)

**১৩** হযরত সায়িদুনা ইবনে আবুস رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; উম্মতের কান্দারী, গুনাহগার উম্মতদের সুপারিশকারী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “আমার ইচ্ছা যে সূরা ইয়াসীন আমার উম্মতের প্রত্যেকের অন্তরে যেন থাকে।” (ইতেহাফুল খায়রাতুল মুহিররাহ, ৮ম খন্ড, ১৮২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৭৮৬৮)

**১৪** হযরত আনাস রَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; আল্লাহর রাসূল, রাসূলে মাকবুল, হ্যুর صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি সর্বদা প্রত্যেক রাতে সূরা ইয়াসিন তিলাওয়াত করতে রইল, অতঃপর মৃত্যুবরণ করল, তবে সে শহীদ হিসেবে মৃত্যুবরণ করল।”

(আল মুজামুল আওসাত লিত তাবরানী, ৫ম খন্ড, ১৮৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৭০১৮)

(৫) হ্যরত সায়িদুনা আতা ইবনে আবু রাবাহ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাস্মাম صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি দিনের প্রারম্ভে সূরা ইয়াসীন তিলাওয়াত করবে, তার হাজত পূরণ করে দেয়া হবে।” (সূনানে দারেমী, ২য় খন্ড ৫৪৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৩৪১৮)

(৬) হ্যরত সায়িদুনা ইবনে আবাস رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: “যে ব্যক্তি সকাল বেলা সূরা ইয়াসীন তিলাওয়াত করবে তাকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সে দিনের সহজতা প্রদান করা হবে, আর যে ব্যক্তি রাতের প্রারম্ভে তিলাওয়াত করবে তাকে সকাল পর্যন্ত সে রাতের সহজতা প্রদান করা হবে।”

(সূনানে দারেমী, ২য় খন্ড, ৫৪৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৩৪১৯)

(৭) হ্যরত সায়িদুনা জাবির বিন সামুরা رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: “নবী করীম, রাউফুর রাহীম, রাসূলে আমীন صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ সকাল বেলা সূরা ইয়াসীন তিলাওয়াত করতেন।” (আল মু'জামুল আওসাত লিত তাবরানী, ৩য় খন্ড, ৭৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৩৯০৩)

(৮) হ্যরত সায়িদুনা আবু কুলাবা رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: ‘যে ব্যক্তি সূরা ইয়াসিন তিলাওয়াত করবে, তার ক্ষমা হয়ে যাবে। যে ব্যক্তি ক্ষুধার সময় তিলাওয়াত করবে, সে পরিত্পন্ত হয়ে যাবে। যে পথহারা অবস্থায় তিলাওয়াত করবে, সে পথের দিশা পাবে। যে হারানো বস্ত্রের জন্য তিলাওয়াত করবে, সে তা পেয়ে যাবে এবং যে ব্যক্তি খাওয়ার সময় খাবার কম হওয়ার আশংকা অবস্থায় তিলাওয়াত করে, ঐ খাবার তার জন্য

যথেষ্ট হবে। যে ব্যক্তি কোন মৃত্যুপথ্যাত্রী লোকের নিকট তিলাওয়াত করবে, তার উপর (মৃত্যু ঘন্টনা) সহজ করা হবে। যে ব্যক্তি এমন মহিলার পাশে তিলাওয়াত করল, যার সন্তান প্রসবে কষ্ট হচ্ছে, তার (প্রসব কষ্ট) সহজ করা হবে। এছাড়া যে এটার তিলাওয়াত করল, সে যেন এগারবার কুরআনে পাক তিলাওয়াত করল এবং প্রত্যেক বন্ধুর হৃদয় রয়েছে কুরআনে পাকের হৃদয় হচ্ছে সূরা ইয়াসীন।, (শুআরুল ঈমান, ২য় খন্দ, ৪৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৪৬৭)

(৯) হ্যরত সায়িদুনা আবু জাফর মুহাম্মদ বিন আলী رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: যে ব্যক্তি আপন অন্তরে কঠোরতা অনুভব করবে, তবে সে একটি পাত্রে যাফরান দ্বারা

لِيَسْ وَالْقُرْآنُ الْحَكِيمُ লিখে,  
অতঃপর তা পান করে (إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَ جَلَّ) তার অন্তর নরম হয়ে যাবে।  
(শুআরুল ঈমান, ২য় খন্দ, ৪৮২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৪৬৮)

(১০) হ্যরত সায়িদুনা আবু হুরায়রা رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাস্সাম صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য যে কোন রাতে সূরা ইয়াসীন তিলাওয়াত করল, তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে।” (হিলইয়াতুল আওলিয়া, ২য় খন্দ, ১৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৮৫৯)

## সূরা ইয়াসীন

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يٰسِن ۝ وَالْقُرْآنُ الْحَكِيمُ ۝ إِنَّكَ لَمِنَ  
الْمُرْسَلِينَ ۝ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۝  
تَنزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ۝ لِتُنذِرَ قَوْمًا  
مَا أُنذِرَ أَبَآءُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ ۝ لَقَدْ  
حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰى أَكْثَرِهِمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝  
إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَعْلَلًا فَهِيَ إِلَى  
الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْبَحُونَ ۝ وَجَعَلْنَا مِنْ  
بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا  
فَأَغْشَيْهِمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ۝ وَسَوْأَءُ

عَلَيْهِمْ إِنَّ رَبَّهُمْ أَمْ لَمْ تُتْنِيهِمْ لَا  
 يُؤْمِنُونَ ⑩ إِنَّا نَتْنِي رَبَّهِمْ اتَّبَعَ الذِّكْرَ  
 وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرُهُ بِمَغْفِرَةٍ  
 وَأَجْرٍ كَرِيمٍ ⑪ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَىٰ  
 وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ  
 شَيْءٍ أَحَصَبْنَاهُ فِي أَمَامٍ مُّبِينٍ ⑫ وَ  
 اضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ  
 جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ ⑬ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ  
 أَشْيَئِنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزَنَا بِشَالِثٍ فَقَالُوا  
 إِنَّا إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ ⑭ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا  
 بَشَرٌ مِّثْلُنَا لَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ ⑮

إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكُونُونَ ۝ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ

إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ۝ وَمَا عَلِمْنَا إِلَّا

الْبَدْلُعَ الْمُبِينُ ۝ قَالُوا إِنَّا تَطَهِّرُنَا بِكُمْ

لَدِينُ لَمْ تَنْتَهُو الْنَّرْجِنَّكُمْ وَلَيَمْسِنَّكُمْ مِنْ

عَذَابُ الْيَمِّ ۝ قَالُوا طِيرُكُمْ مَعْلُومٌ طَأَيْنُ

ذُكْرُتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ۝ وَجَاءَ

مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَاجِلٌ يَسْعَىٰ ۝ قَالَ

يُقُومُ اتَّبِعُوا الْمُرْسِلِينَ ۝ لَا تَتَبَعُوا مَنْ لَا

يَسْكُنُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ ۝ وَمَا لِ

لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝

عَآتَّخُذْ مِنْ دُونِهِ الْهَمَّ إِنْ يُرِدُّنَ الرَّحْمَنُ

بِصُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِ شَفَاعَتِهِمْ شَيْئًا وَلَا  
 يُعْقِدُونَ ۝ إِنِّي أَذَّلَّ لِغُصَّلَلٍ مُّبِينٍ ۝  
 إِنِّي أَمْتُ بِرِّكُمْ فَاسْمَعُونَ ۝ قِيلَ  
 ادْخُلِ الْجَنَّةَ طَ قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي  
 يَعْلَمُونَ ۝ بِمَا غَفَرَ لِي سَرِيبٌ وَجَعَلَنِي مِنَ  
 الْكُفَّارِ مِينَ ۝ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنْ  
 بَعْدِهِ مِنْ جُنُبٍ مِنَ السَّيِّءِ وَمَا كُنَّا  
 مُنْزِلِينَ ۝ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صِحَّةً وَاحِدَةً  
 فَإِذَا هُمْ خِلْدُونَ ۝ يَحْسُرُهُ عَلَى الْعِبَادِ  
 مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا يُهْ  
 بِسْتَهُزِّعُونَ ۝ أَلَمْ يَرَوْا كُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُمْ

مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ۝  
 إِنْ كُلُّ لَّهَا جَيِّعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ۝ وَآيَةٌ  
 لَّهُمُ الْأَرْضُ الْبَيْتَةُ ۝ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا  
 مِنْهَا حَبَّا فِيهَا يَا كُلُّونَ ۝ وَجَعَلْنَا فِيهَا  
 جَنَّتٍ مِّنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَرْنَا فِيهَا  
 مِنَ الْعَيْوَنِ ۝ لِيَا كُلُّوا مِنْ ثَمَرٍ ۝ وَمَا  
 عَيْلَتْهُ أَيْدِيهِمْ طَافَلَا يَشْكُرُونَ ۝ سُبْحَانَ  
 الَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ وَالْجَنَّاتَ كُلَّهَا مِنَّا تُنْتَكُ  
 الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِنَ الْأَنْعَمِ  
 وَآيَةٌ لَّهُمُ الْيَلْ ۝ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ  
 مُظْلِمُونَ ۝ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِيُسْتَغْرِي لَهَا

ذِلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيِّمِ ۖ وَالْقَمَرَ

قَدْ رَأَنَهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ

الْقَدِيرِ ۝ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا آنُ

تُدْرِكُ الْقَمَرَ وَلَا الَّيلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۖ وَ

كُلُّ فِي قَلْكِلٍ يَسْبِحُونَ ۝ وَآيَةً لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا

ذِرَّيْتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَسْحُونِ ۝ وَخَلَقْنَا لَهُمْ

مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرُكُوبُونَ ۝ وَإِنْ نَشَاءُ نُعْرِقُهُمْ

فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُعْقِذُونَ ۝ إِلَّا

رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ ۝ وَإِذَا

قِبِيلَ لَهُمْ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ

لَعَلَّكُمْ تُرْحُونَ ۝ وَمَا تَأْتِيْهُمْ مِنْ آيَةٍ

٣٦) مِنْ أَيْتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمُ اللَّهُ أَعْلَمُ

قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّمَا يُنَطِّعُونَ أَنْفَاعُمْ

مَنْ لَوْيَسَأَءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي

ضَلَالٍ مُّبِينٍ ٣٧) وَيَقُولُونَ مَتَى هُنَّ الْوَعْدُ

إِنْ كُنْتُمْ صَدِيقِينَ ٣٨) مَا يَنْظَرُونَ إِلَّا صَيْحَةً

وَاحِدَةً تَخْلُهُمْ وَهُمْ يَخْصُمُونَ ٣٩) فَلَا

يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيهًَ وَلَا إِلَى آهَلِهِمْ

يَرْجِعُونَ ٤٠) وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ

إِلَّا جَدَاثٌ إِلَى سَابِبِهِمْ يَنْسِلُونَ ٤١) قَالُوا

يُوَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقِبِنَا هُنَّ أَمَا

وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ﴿٥٢﴾ إِنْ

كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ

لَدَيْنَا مُحْصَرُونَ ﴿٥٣﴾ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ

شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥٤﴾

إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَكِهُونَ ﴿٥٥﴾

هُمْ وَآزْوَاجُهُمْ فِي ظَلَلٍ عَلَى الْأَرَأَيِّكُمْ

مُتَكَبِّرُونَ ﴿٥٦﴾ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا

يَكْسِبُونَ ﴿٥٧﴾ سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ سَرِحِيمٍ

وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيْمَانًا السُّجْرُومُونَ ﴿٥٨﴾ أَلَمْ

أَعْهَدُ إِلَيْكُمْ يَبْيَنِي أَدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا

الشَّيْطَنَ إِنَّهُ لَكُمْ عَذْوَنٌ وَمُبِينٌ ﴿٥٩﴾ وَإِنْ

أَعْبُدُ وَنِيْ طَ هَذَا صَرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ۝ ۶۱ وَلَقَدْ  
 أَصَلَّ مِنْكُمْ چِلَّا كَثِيرًا طَ أَفَلَمْ تَكُونُوا  
 تَعْقِلُونَ ۝ ۶۲ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ  
 تُوعَدُونَ ۝ ۶۳ إِصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ  
 تَكُفِرُونَ ۝ ۶۴ الْيَوْمَ نَحْنُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَ  
 نَكْلِسُنَا آيْدِيهِمْ وَتَشَهَّدُ أُرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا  
 يَكْسِبُونَ ۝ ۶۵ وَلَوْنَشَاءُ لَطَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ  
 فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَآتَنِي بِيُصْرُونَ ۝ ۶۶ وَلَوْ  
 نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا  
 مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ ۝ ۶۷ وَمَنْ نُعِرِرُهُ نُنْكِسُهُ  
 فِي الْخَلْقِ طَ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ۝ ۶۸ وَمَا عَلِمْنَا

الشِّعْرُ وَمَا يَبْيَغِي لَهُ طَإِنْ هُوَ إِلَّا ذُكْرٌ وَ  
 قُرْآنٌ مُّبِينٌ ٦٩ لَّيْسَنِ سَاهِنْ كَانَ حَيَاةً  
 يَحْقِّقُ الْقَوْلُ عَلَى الْكُفَّارِينَ ٧٠ أَوَلَمْ يَرَوْا  
 أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِّمَّا عَمِلْتُمْ أَيْدِيْنَا آَنْعَامًا  
 فَهُمْ لَهَا مُلِكُونَ ٧١ وَذَلِكُنَّا لَهُمْ فِيْنَاهَا  
 سَرَّاكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَا كُلُونَ ٧٢ وَلَهُمْ فِيْهَا  
 مَنَافِعٌ وَمَشَارِبٌ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ٧٣ وَاتَّخَذُوا  
 مِنْ دُونِ اللَّهِ الْهَةً لَّعَلَّهُمْ يُصْرُونَ ٧٤ لَا  
 يَسْتَطِيعُونَ نَصَارَاهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جَنْدٌ مَّضْرُونَ ٧٥  
 فَلَا يَحْرُنُكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا  
 يُعْلَمُونَ ٧٦ أَوَلَمْ يَرَ إِلَّا نَسَانٌ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ

نُطْفَةٌ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿٦﴾ وَصَرَبَ لَنَا

مَثَلًا وَنِسَى خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُّحْكِي الْعِظَامَ وَ

هِيَ رَأِيمٌ ﴿٧﴾ قُلْ يُحْكِيْهَا الَّذِي أَنْشَاهَا أَوَّلَ

مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴿٨﴾ لَا الَّذِي جَعَلَ

لَكُمْ مِّنَ السَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا آتَنْتُمْ

مِنْهُ تُوقُدُونَ ﴿٩﴾ أَوْ لَيْسَ الَّذِي خَلَقَ

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقِدِيرٍ عَلَىٰ أَنْ يَحْلِقَ

مِثْلَهُمْ بَلٰى وَهُوَ الْخَلُقُ الْعَلِيمُ ﴿١٠﴾ إِنَّمَا

آمْرُهُ إِذَا آتَ أَسَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ

فَيَكُونُ ﴿١١﴾ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ

كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿١٢﴾

## মাগরিবের পর ৬ রাকাত নফল নামায

আওলিয়ায়ে কিরাম رَحِمْهُ اللَّٰم এর অনুসৃত কর্মসমূহে এটাও রয়েছে যে, মাগরিবের ফরয ও সুন্নাত ইত্যাদি আদায়ের পর ৬ রাকাত নফল নামায দুই রাকাত করে আদায় করা। প্রথম দু'রাকাতের পূর্বে এ নিয়ত অন্তরে রাখবেন যে, হে আল্লাহ! এ দু'রাকাত নামাযের বরকতে আমাকে মঙ্গলময় দীর্ঘায় দান করুন। এর পরের দু'রাকাতে এ নিয়ত করুন যে, হে আল্লাহ! এ দু'রাকাত নামাযের বারাকাতে আমাকে বালা-মুসিবত হতে নিরাপদ রাখুন। সর্বশেষ দু'রাকাতের জন্য এ নিয়ত করুন, হে আল্লাহ! এ দু'রাকাতের বরকতে আমাকে আপনি ছাড়া আর কারো মুখাপেক্ষী করবেন না। এই ৬ রাকাতে সূরা ফাতিহার পর যে কোন সূরা পড়তে পারেন। উচ্চ হচ্ছে প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পরে ৩ বার করে সূরা ইখলাস পাঠ করা। প্রত্যেক ২ রাকাত পর ২১ বার সূরা ইখলাছ অথবা সূরা ইয়াসিন শরীফ ১ বার পাঠ করবেন। যদি সম্ভব হয় উভয়টিই পাঠ করুন। এমনও করতে পারেন যে, একজন ইসলামী ভাই উচ্চ স্বরে ইয়াসিন শরীফ পাঠ করবে আর অন্যরা নিশ্চুপ থেকে খুব মনোযোগ দিয়ে শুনবে। এ সময় এ ব্যাপারে খেয়াল রাখবেন যে, অন্য কেউ যেন মুখে ইয়াসিন শরীফ কিংবা অন্য কোন কিছুও পাঠ না করে। এ মাসআলা খুব ভালভাবে মনে রাখুন! যখন কুরআন করীম উচ্চ আওয়াজে পড়া হয়, তখন যে লোকেরা শ্রবন করার জন্য উপস্থিত হয়েছে তাদের জন্য ফরযে আইন হচ্ছে নিশ্চুপ হয়ে মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করা। এ শাএল্লার শুরু থেকেই সাওয়াবের ভান্ডার হয়ে যাবে। প্রত্যেক বার ইয়াসিন শরীফের পর অর্ধ শাবানের দোআও পাঠ করে নিন।

## অর্থ শাবানের দোআ

الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ أَمَّا بَعْدُ فَاعُوذُ بِإِلَهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ يَسْوَى اللَّهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

أَللّٰهُمَّ يَا ذَا الْبَنِينَ وَلَا يُئْنِنْ عَلَيْهِ طِيَّا ذَا الْجَلَالِ وَأَلْأُكْرَامِ ط  
 يَا ذَا الْطَّوْلِ وَالْأَنْعَامِ ط لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ط ظَهُرُ الْلَّاجِيْنَ ط  
 وَجَارُ الْمُسْتَجِيْرِيْنَ ط وَآمَانُ الْخَائِفِيْنَ ط أَللّٰهُمَّ إِنْ  
 كُنْتَ كَتَبْتَنِي عِنْدَكَ فِي أُمْرِ الْكِتَبِ شَقِيْقًا أَوْ مَحْرُومًا  
 أَوْ مَطْرُودًا أَوْ مُقْتَرًا عَلَى فِي الرِّزْقِ فَامْحُ أَللّٰهُمَّ  
 بِفَضْلِكَ شَقَاوِيْعَ وَحْرَمَانِ وَطَرَدِيْ وَاقْتِشَارِ رُزْقِي ط  
 وَآثِيْتَنِي عِنْدَكَ فِي أُمْرِ الْكِتَبِ سَعِيْدًا مَرْزُوقًا مُؤْفَقا  
 لِلْخَيْرَاتِ ط فَإِنَّكَ قُلْتَ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ فِي كِتَابِكَ  
 الْبَنَزَلِ ط عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكَ الْمُرْسَلِ ط ﴿يَسْوَى اللَّهُ مَا  
 يَشَاءُ وَيُثِبِّتُ ط وَعِنْدَكَ أُمْرِ الْكِتَبِ ﴾ ۲۹ ﴿الِّهُمَّ

بِالْتَّجَلِ الْأَعْظَمِ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ شَعْبَانَ

الْكَرَمُ الَّتِي يُفْرَقُ فِيهَا كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٌ وَيُبَرِّمُ أَنْ

تَكْشِفَ عَنَّا مِنَ الْبَلَاءِ وَالْبَلُوَاءِ مَا نَعْلَمُ وَمَا لَا نَعْلَمُ

وَأَنْتَ بِهِ أَعْلَمُ طَ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْزَلُ الْأَكْرَمُ وَصَلَّى اللَّهُ

تَعَالَى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى إِلَهِهِ وَاصْحَابِهِ وَسَلَّمَ طَ

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○

অনুবাদ:- হে আল্লাহু! হে ইহ্সানকারী! যাঁর উপর ইহ্সান করা যায়না। হে মহান শান ও মহত্ত্বের অধিকারী! হে অনুগ্রহ ও পুরস্কার প্রদানকারী! আশ্রয় প্রার্থনা কারীদের আশ্রয় ও ভীত গ্রস্তদের নিরাপত্তা দাতা। হে আল্লাহু! যদি তুমি আমাকে তোমার নিকট লওহে মাহফুয়ে হতভাগ্য, বঞ্চিত, বিতাড়িত ও জীবিকার মধ্যে সংকীর্ণতা অবস্থা লিখে থাকো, তবে হে আল্লাহু! আপন অনুগ্রহে আমার হতভাগ্যতা, বঞ্চিত, অপদস্ততা ও জীবিকার সংকীর্ণতা দূর করে দিন এবং আপনার নিকট লওহে মাহফুয়ে আমাকে সৌভাগ্যবান, জীবিকা প্রাপ্ত ও সৎকর্মের তাওফীক প্রাপ্ত হিসাবে লিখে দিন। কারণ তুমই তোমার নায়িলকৃত কিতাবে তোমারই প্রেরিত নবী صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَإِلَهُ وَسَلَّمَ এর পবিত্র মুখে বলেছে আর তোমার এই বলাটা সত্য।

“কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আল্লাহ যা চায় নিশ্চিহ্ন করে দেয় এবং প্রতিষ্ঠিত করে এবং মূল লেখা তাঁরই নিকট রয়েছে।” (পারা ১৩, সূরা- রাদ, আয়াত- ৩৯) হে আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ! তাজগ্নিয়ে আয়মের ওয়াসীলায় যা অর্ধ শাবানুল মুয়ায্যমের (১৫তম) রাতে রয়েছে, যাতে বন্টন করে দেয়া হয় প্রত্যেক হিকমতপূর্ণ কর্ম ও স্থির করে দেয়া হয়। (হে আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ!) মুসীবত সমূহ আমাদের কাছ থেকে দূর করে দাও, যেগুলো সম্পর্কে আমরা জানি কিংবা জানিনা, অথচ তুমি এগুলো সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা বেশী জ্ঞানী। নিঃসন্দেহে তুমি সর্বাপেক্ষা পরাক্রমশালী ও সম্মানের অধিকারী। আল্লাহ তাআলা আমাদের সরদার মুহাম্মদ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ এর উপর ও তাঁর تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِّهِ وَسَلَّمَ বংশধর, সাহাবাগণ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ এর উপর দরজ ও সালাম প্রেরণ করুন। সকল প্রশংসা সমগ্র জাহানের পালন কর্তা আল্লাহর জন্য।

### শুমাতাতের সংজ্ঞা

অন্যের কষ্ট এবং বিপদে আনন্দ প্রকাশ করাকে শুমাতাত বলে।

(হাদিকায়ে নাদিয়া শরহে তরিকায়ে মুহাম্মদিয়া, ১ম খন্ড, ৬৩১ পৃষ্ঠা)

### চুগলির সংজ্ঞা

কারো কথা ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে অন্যের নিকট বলে দেওয়াকে চুগলি  
বলে। (উমদাতুল কুরী, ২য় খন্ড, ৫৯৪ পৃষ্ঠা, হাদীসের টিকা ২১৬)

## তথ্যসূত্র

কিতাবের নাম	লিখক	প্রকাশনা
সুনানে তিরমিয়ী	ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মদ বিন ঈসা আত্- তিরমিয়ী, ইন্তিকাল ২৭৯হিঃ	দারুল ফিক্ৰ, বৈৱত ১৪১৪ হিঃ
আল-মুসনাদ লিল ইমাম আহমদ	ইমাম আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন হাস্বল, ইন্তিকাল ২৪১হিঃ	দারুল ফিক্ৰ, বৈৱত ১৪১৪ হিঃ
শুআবুল ঈমান	ইমাম আবু আহমদ বিন হুসাইন বিন আলি বাইহাকি, ইন্তিকাল ৪৫৮হিঃ	দারুল কিতাবুল ইলমিয়া, বৈৱত ১৪২১হিঃ
আল মজামুল আওসাত	ইমাম আবু কাসিম সুলায়মান বিন আহমদ তাবরানি, ইন্তিকাল ৩৬০হিঃ	দারুল ফিক্ৰ, বৈৱত ১৪২০ হিঃ
সুনানে দারেমি	ইমাম হাফেজ আবুল্লাহ বিন আব্দুর রহমান দারেমি, ইন্তিকাল ২৫৫হিঃ	দারুল কিতাব আরবি, বৈৱত ১৪০৭হিঃ
হিলহিয়াতুল আউলিয়া	হাফেজ আবু নাসির আহমদ বিন আব্দুল্লাহ আল ইস্পাহানি শাফেয়ী, ইন্তিকাল ৪৩০হিঃ	দারুল কিতাবুল ইলমিয়া, বৈৱত ১৪১৯হিঃ
ইতিহাফুল খায়রাতিল মুহিরুরা	ইমাম আহমদ বিন আবু বকর আল বুছিরি, ইন্তিকাল ৮৪০হিঃ	মাকতাবাতুর রশদ রিয়াদ, ১৪১৯হিঃ
ওমদাতুল কুরী	ইমাম বদরুল্লাহ আবু মুহাম্মদ মাহমুদ বিন আহমদ আহনী, ইন্তিকাল ৮৫৫হিঃ	দারুল ফিক্ৰ, বৈৱত ১৪১৮ হিঃ

### শিকওয়া (অভিযোগ) এর সংজ্ঞা

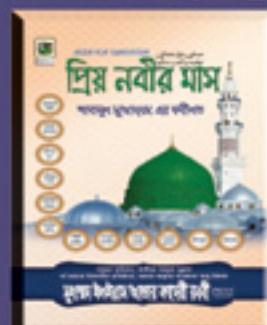
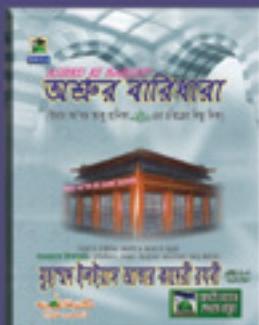
বিপদের সময় হা-হতাশ করা এবং ধৈর্যের দামান হাত থেকে ছেড়ে  
দেওয়াকে শিকওয়া বলা হয়।

(হাদিকায়ে নাদিয়া শরহে তরিকায়ে মুহাম্মদিয়া, ২য় খন্ড, ৯৮ পৃষ্ঠা)

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ  
أَمَّا بَعْدُ فَاغْفُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

## সুন্নাতের বাহার

**الْحَمْدُ لِلّٰهِ كُوْرআন** ও সুন্নাত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনেতিক সংগঠন **দাঁওয়াতে ইসলামী**র সুবাসিত মাদানী পরিবেশে অসংখ্য সুন্নাত শিক্ষা অর্জন ও শিক্ষা প্রদান করা হয়। প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকায় ইশার নামাজের পর সুন্নাতে ভরা **ইজতিমায়** সারারাত অতিবাহিত করার মাদানী অনুরোধ রইল। আশিকানে রসুলদের সাথে **মাদানী কাফেলা** সমূহে সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য সফর এবং প্রতিদিন **ফিক্‌রে মদীনা** করার মাধ্যমে **মাদানী ইন্আমাতের** রিসালা প্ররূপ করে প্রত্যেক মাদানী মাসের প্রথম দশ দিনের মধ্যে নিজে এলাকার জিম্মাদারের নিকট জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন। **إِنَّ شَاءَ اللّٰهُ مَا ذُو حَقٍّ!** এর বরকতে সৈমানের হিফায়ত, গুনাহের প্রতি ঘৃণা, সুন্নাতের অনুসরণের মন-মানসিকতা সৃষ্টি হবে। প্রত্যেক ইসলামী ভাই নিজের মধ্যে এই মাদানী যেহেন তৈরী করুন যে, “আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।” **إِنَّ شَاءَ اللّٰهُ مَا ذُو حَقٍّ!** নিজের সংশোধনের জন্য **মাদানী ইন্আমাতের** উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য **মাদানী কাফেলায়** সফর করতে হবে। **إِنَّ شَاءَ اللّٰهُ مَا ذُو حَقٍّ!**



দৃষ্টান্ত মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা। মোবাইল- ০১৬২০৫৮৫১৭  
ক্লে. এফ. ডব্লিউ. বিটীয় চৌ, ১১ পাসকল্ট, ঢাক্কা। মোবাইল- ০১৮১০৬৭১৫৭২, ০১৮৪৫৮০০৬৮  
দৃষ্টান্ত মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সেলেপুর, বৰীগঞ্জ। মোবাইল- ০১৭১২৬৭১৪৪৪

E-mail : [bdtarajim@gmail.com](mailto:bdtarajim@gmail.com), [mkitb.bd@dawateislami.net](mailto:mkitb.bd@dawateislami.net)

Web : [www.dawateislami.net](http://www.dawateislami.net)

كتبة العينيه  
(دوست اسلامی)